গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-২ শাখা
www.lgd.gov.bd

"শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি"

স্মারক নং-৪৬.০০.০০০০.০৬৪.৩২.০৬০.১৪-৯৯৭ তারিখঃ ১৬/০৭/২০২০খ্রিঃ।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলোঃ

মেয়র/প্রশাসক (সকল)
.... পৌরসভা
জেলাঃ........................ ।

অনুলিপি ঃ-

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
২। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৩। প্রোগ্রামার, কম্পিউটার সেল, স্থানীয় সরকার বিভাগ(ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য)।
৪। অফিস কপি।

(ফারজানা মান্নান)
উপ সচিব
ফোনঃ ৯৫৭৫৫৭২

স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিনিয়র সচিবের দপ্তর

১) অতিরিক্ত সচিব	১) প্রশাসন
২) মহাপরিচালক	২) উপজেলা অধিশাখা
৩) যুগ্ম-সচিব	৩) উন্নয়ন
৪) দপ্তর-প্রধান	৪) নগর উন্নয়ন
	৫) পানি
	৬) আইন

ডাইরি নম্বর: ৮৩৩/১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রাণিসম্পদ-২ অধিশাখা

মুজিব বর্ষ

আসন্ন পবিত্র ঈদুল আযহা, ২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে কোরবানির পশুর হাটে সুস্থ্য -সবল গবাদিপশু সরবরাহ ও বিক্রয় নিশ্চিতকল্পে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল সভার কার্যবিবরণীঃ

ডায়েরি নং........
তারিখ........ ২৮।০৭।২০
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (প্রশাসন-১)
উপসচিব (প্রশাসন-১)

সভাপতি	শ. ম. রেজাউল করিম, এম পি মাননীয় মন্ত্রী
সভার তারিখ	৯ জুলাই ২০২০
সভার সময়	সকাল ১১ ঘটিকা
স্থান	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি সভার শুরুতে সকলকে স্বাগত জানান। আসন্ন পবিত্র ঈদুল আযহা, ২০২০ উদযাপন বিষয়ে তিনি বলেন সুস্থ্য-সবল, হৃষ্টপুষ্ট গবাদিপশু কোরবানি দেওয়া- এ উৎসবের অন্যতম অনুষঙ্গ। কোরবানির পশু ক্রয় বিক্রয়ের জন্য সারাদেশ জুড়ে স্থায়ী হাট- বাজারের পাশাপাশি অস্থায়ী হাট-বাজার গড়ে উঠে। ইদানিং অনলাইন কেনা-বেচাও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। লাভজনক বাজারকে লক্ষ্য করে গবাদিপশু পালনকারীগন ও ব্যবসায়ীগন গবাদিপশু হৃষ্টপুষ্টকরণ কাজে সম্পৃক্ত থাকেন। সঠিক পদ্ধতিতে হৃষ্টপুষ্টকৃত কোরবানির পশুর সরবরাহ নিশ্চিত করা, হাট-বাজারগুলোতে ভেটেরিনারি মেডিকেল সার্ভিস প্রদান করা এবং ইজারা সংক্রান্ত অহেতুক হয়রানি রোধসহ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে প্রতি বছর মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রাণিসম্পদ বিভাগসহ অন্যান্য বিভাগের সম্মিলিত উদ্যোগে পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে। গত বছরের মত এ বছরও প্রাণিসম্পদ বিভাগ পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনামূলক পত্র প্রদান, খামারিদের তালিকা সংরক্ষণ ও নিয়মিত মনিটরিং, জেলা/উপজেলাসহ বিভিন্ন পর্যায়ের সমন্বয় সভায় সঠিক পদ্ধতিতে হৃষ্টপুষ্টকরণ বিষয়ক আলোচনা, গরু হৃষ্টপুষ্টকরণে স্টেরয়েড, হরমোন ইত্যাদি রাসায়নিক ব্যবহারের কুফল বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণপূর্বক হাটে গবাদিপশু কেনা বেচা হবে। কোরবানির পশুর হাটের পাশাপাশি On Line প্ল্যাটফর্ম এর মাধ্যমে গবাদিপশু কেনা বেচার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

গত বছর হৃষ্টপুষ্টকরণ এর আওতায় কোরবানির জন্য ঢাকা সিটি করর্পোরেশনসহ সারাদেশে গবাদিপশুর সংখ্যা ছিল সর্বমোট ১,১৭,৮৮,৫৬৩ টি। এবছর এ কার্যক্রমের আওতায় মাঠ পর্যায়ের রিপোর্ট অনুযায়ী কোরবানিরযোগ্য ৪৫ লক্ষ ৩৮ হাজার গরু মহিষ, ৭৩ লক্ষ ৫৫ হাজার ছাগল ভেড়াসহ সর্বমোট ১,১৮,৯৭,৫০০টি গবাদিপশুর প্রাপ্যতা আশা করা যাচ্ছে মর্মে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক জানানো হয়েছে। নিষিদ্ধ রাসায়নিক দ্রব্য স্টেরয়েড, হরমোন, এন্টিবায়োটিক ব্যতীত নিরাপদ পদ্ধতিতে গরু হৃষ্ট-পুষ্টকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মধ্যে নিবিড় সমন্বয় প্রয়োজন। পশুখাদ্যে ভেজাল বা নিষিদ্ধ এন্টিবায়োটিক হরমোন ইত্যাদির ব্যবহার রোধকল্পে নিয়মিত সার্ভিল্যান্স ও প্রয়োজনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। গত বছরের মত এবারও যাতে যথাযোগ্য ভাব-গাম্ভীর্য বজায় রেখে সন্তুষ্টির সাথে পশু কোরবানির মাধ্যমে পবিত্র ঈদুল আযহা উদযাপিত হতে পারে সে লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগের সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২.০ সভার আলোচ্য সূচী অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থা থেকে ভার্চুয়ালি যোগদানকৃত সদস্যগণ তাদের সুচিন্তিত মতামত তুলে ধরেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ঃ

প্রশাসন-১/২জেপ/স ও কা
নম্বর ৩০৭ তারিখ ২৮/৭/২০২০

সচিব: প্রশাসন/উপজেলা/অডিট
নম্বর ... তারিখ ২৮/৭/২০

ক্রমিক নং	আলোচ্যসূচী	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন সংস্থা/মন্ত্রণালয়/ দপ্তর
১।	কোরবানির পশুর চাহিদা নিরূপন এবং সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।	মহাপরিচালক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী (মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত রিপোর্ট) এ বছরে কোরবানিযোগ্য হৃষ্টপুষ্টকৃত গরু মহিষের সংখ্যা ৪৫ লক্ষ ৩৮ হাজার এবং ছাগল-ভেড়ার সংখ্যা ৭৩ লক্ষ ৫৫ হাজার ও অন্যান্য ৪,৫০০টি সর্বমোট কোরবানিযোগ্য গবাদিপশুর সংখ্যা ১.১৯ কোটি। বিগত বছরে এ সংখ্যা ছিল- ১.১৭ কোটি যার অধিকাংশই দেশীয় উৎস হতে পাওয়া গিয়েছিল। এবছরও গবাদিপশুর পর্যাপ্ত যোগান আছে মর্মে জানানো হয়।	১। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কোরবানির পশুর স্বাস্থ্য সম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করবে।	১।মহাপরিচালক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

২।	কোরবানির হাটে ভেটেরিনারি সেবা প্রদানের জন্য স্টল বরাদ্দ এবং ভেটেরিনারি মেডিকেল টিম গঠন ও দায়িত্ব প্রদান।	মহাপরিচালক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর আরও জানান যে, গত বছর ঢাকা উত্তর ও দক্ষিন সিটি কর্পোরেশনের আওতায় ২৩টি অস্থায়ী ও ১টি স্থায়ী পশুর হাটে পশুর প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের জন্য ২৫টি ভেটেরিনারি মেডিকেল টিম গঠন করে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ভেটেরিনারি মেডিকেল টিমের কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্য কেন্দ্রীয় মনিটরিং টিম এবং বিশেষজ্ঞ মেডিকেল টিম গঠন করা হয়। কোরবানির হাট ব্যবস্থাপনার জন্য ৪টি মনিটরিং টিম ও কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব পালনের জন্য কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। পশুর হাটে প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করণে প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারী সমন্বয়ে রিজার্ভ টিম গঠন করা হয়। এছাড়া সারাদেশে ২৪০০টি কোরবানির পশুর হাটে দায়িত্ব পালনের জন্য ১২০০টি ভেটেরিনারি মেডিকেল টিম গঠনপূর্বক দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল। এ বছরও একই সংখ্যক সিটি কর্পোরেশনসহ সারাদেশে ভেটেরিনারি মেডিকেল টিম গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মহাপরিচালক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর আরও বলেন যে, এ বছর রাজধানীর হাটগুলিতে কর্তব্যরত প্রতিটি মেডিকেল টিমে ১ জন ভেটেরিনারি সার্জন, ২ জন টেকনিক্যাল কর্মচারী (ভি এফ এ/ ইউ এল এ) মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জরুরী পরামর্শ প্রদান করবে। প্রয়োজনে মাঠ পর্যায়ে স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে সেবা প্রদান করা হবে। কন্ট্রোল রুমএবং Hot Lineখোলার ব্যবস্থা নেয়া হবে।	১।সিটি কর্পোরেশনগুলো গবাদিপশুর হাটে ষ্টল বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে প্রায়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবে। ২। উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন হতে সামগ্রিক বিষয় সমন্বয় করার জন্য ০১ (জন) Focal Point কর্মকর্তা নির্ধারণ করতে হবে। ৩। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভেটেরিনারি মেডিকেল টিম গঠন করবে এবং কিছু টিম রিজার্ভ রাখবে। ৪। কন্ট্রোলরুম স্থাপন পূর্বক হটলাইন নম্বর সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে।	স্থানীয় সরকার বিভাগ/ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর /দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন। /মহাপরিচালক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।

৩।	দেশের বাহির হতে গবাদিপশু আসা বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর জানান সীমান্তবর্তী জেলাসমূহে দেশের বাহির হতে গবাদিপশু আসা বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এলক্ষ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বিভাগ, জেলা প্রশাসন, জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, বিজিবি এবং বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগের যৌথ সহযোগিতা প্রয়োজন। দেশের বাইরে থেকে যাতে গরু না আসে সে বিষয়টি নিশ্চিত করা গেলে দেশীয় খামারিগণ গবাদিপশুর উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তির মাধ্যমে উপকৃত হবেন মর্মে তিনি জানান।	জেলা প্রশাসকগণ, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা বিজিবি এবং উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাগণ সীমান্তবর্তী জেলাসমূহে অবৈধ গবাদিপশুর অনুপ্রবেশ বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবেন। কোরবানির ঈদের ১ মাসপূর্ব হতে কোরবানি শেষ না হওয়া পর্যন্ত সময়ে সীমান্ত পথে দেশের বাহির হতে যাতে কোন গবাদি পশু না আসতে পারে সে বিষয়ে বিজিবি কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য জননিরাপত্তা বিভাগকে মন্ত্রণালয় হতে পত্র প্রদান করা হবে।	মন্ত্রি পরিষদ বিভাগ/ জননিরাপত্তা বিভাগ/ বিজিবি মহাপরিচালক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।

৪।	গবাদিপশুতে ষ্টেরয়েড/হরমোন অপপ্রয়োগ সংক্রান্ত;	১। মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর জানান রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ ব্যতীত সঠিক পদ্ধতি ব্যবহার করে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণে খামারিদেরকে উৎসাহিত করার জন্য এবং এ কার্যক্রমে রাসায়নিক ব্যবহারের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে সকল কর্মকর্তা নিয়োজিত আছেন। হৃষ্টপুষ্টকৃত গরুর সংখ্যাসহ খামারিদের তথ্য উপজেলা দপ্তরে সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং কাজটি চলমান আছে। স্থানীয় প্রশাসন এবং অন্যান্য বিভাগের সহযোগীতার জন্য মহাপরিচালক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে বিভাগীয়, জেলা এবং উপজেলায় কর্মরত কর্মকর্তাদেরকে খামারীদের প্রশিক্ষণ এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবাদিপশু হৃষ্টপুষ্টকরণের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	১। গবাদিপশুর খামারগুলোতে ক্ষতিকর রাসায়নিক ব্যবহার হচ্ছে কিনা তা ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে ইলেকট্রোনিক/প্রিন্ট মিডিয়াসহ ব্যাপক প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।	মন্ত্রি পরিষদ বিভাগ/ মহাপরিচালক প্রাণিসম্পদ/অধিদপ্তর/ জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ স্থানীয় সরকার বিভাগ/নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।
৫।	পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশ বান্ধব কোরবানি এবং কসাই প্রশিক্ষণ, হালাল কোরবানি নিশ্চিতকরণ এবং স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ;	কোরবানি সংশ্লিষ্ট আশেপাশের এলাকায় পরিবেশ সুরক্ষা, পরিচ্ছন্ন এবং পরিবেশ বান্ধব আসন্ন পবিত্র ঈদুল আযহা, ২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে সড়কের উপরে যত্রতত্র কোরবানির পশু জবাই না করে যথাসম্ভব নির্ধারিত স্থানে কোরবানি করা এবং পশুর পয়:বর্জ্য যথাযথভাবে নিজ উদ্যোগে পরিষ্কার করার জন্য সিটি কর্পোরেশনসহ জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাদের ব্যাপক প্রচার-প্রচারনার উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সারাদেশে প্রায় ১০,০০০ পেশাদার কসাই এবং মসজিদের ইমাম/মাদ্রাসার ছাত্রসহ অন্যান্য অপেশাদার প্রায় ২০,০০০ কসাইকে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।	১। পেশাদার ও অপেশাদার কসাই এবং আলেম-ওলামা ও ইমামদের প্রশিক্ষণ যথা সময়ে শেষ করতে হবে। ২। বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে পশুজবাই ও চামড়া সংরক্ষণ এর প্রশিক্ষণ ও প্রচারনা চালাতে হবে। ৩। হালাল উপায়ে কোরবানি নিশ্চিত করতে হবে। ৪। কোরবানির হাটে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের নিমিত্ত Guidline প্রস্তুত করতে হবে। ৫। কোরবানির হাটে গবাদিপশুর জীবানুমুক্তকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ সিটি কর্পোরেশন (উত্তর/দক্ষিণ) ঢাকা/ স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।
৬।	আন্তঃবিভাগ	সভার সভাপতি জানান কোরবানির	১। ভেটেরিনারি	মন্ত্রি পরিষদ

সমন্বয়/দায়িত্ব নির্ধারণ।	পশুর হাটগুলোতে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, ভেটেরিনারি মেডিকেল টিমের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাজনক স্থানে ক্যাম্প স্থাপন ও লজিষ্টিক সাপোর্ট প্রদানসহ সার্বিক সুবিধাদির নিশ্চয়তাপ্রদানকল্পে সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা, জেলা/উপজেলা প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগের সহযোগিতা প্রয়োজন হয়। পশু ও পশু বিক্রেতার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, কোরবানির পশুবাহি ট্রাক ছিনতাই প্রতিরোধ, হাটের বাইরে এবং অনলাইন কেনা-বেচায় ইজারা সংক্রান্ত অহেতুক হয়রানি না করা এবং সীমান্তবর্তী জেলাসমূহে গবাদিপশু অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বিভাগ, জেলা প্রশাসন, জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, বিজিবি এবং বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগের যৌথ সহযোগিতার প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা ও আন্তঃ বিভাগীয় সমন্বয় কোরবানির পশুর হাট-বাজারগুলোর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য সকল বিভাগের স্বপ্রনোদিত উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।	টিমের জন্য কোরবানির হাটের নির্দিষ্ট স্থানে ষ্টল/ক্যাম্প স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সার্বিক সহায়তা প্রদান করতে হবে এবং সকল কোরবানির হাটে প্রধান নিয়ন্ত্রণ কক্ষের পাশে ভেটেরিনারি মেডিকেল টিমের জন্য সুনির্দষ্ট স্থান নির্বাচন করতে হবে। ২। রাজধানীর বাইরে ভেটেরিনারি টিমের জন্য নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ ও লজিষ্টিক সহায়তা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা/উদ্যোগ গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে সকল জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের পত্র প্রেরণ করতে হবে। ৩। কোরবানির হাটে আগত পশু ও পশু বিক্রেতার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বিভাগকে প্রয়োজনীয় সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণের জন্য পত্র দিতে হবে। ৪। হাটের বাইরে এবং On-Line এ গবাদিপশু কেনাবেচার ক্ষেত্রে ইজারা সংক্রান্ত হয়রানি বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। গবাদিপশুর (চাদাবাজি বন্ধকরণপূর্বক)	বিভাগ/স্থানীয় সরকার বিভাগ/জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। /মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়/ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়/ নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়/ সড়ক পরিবেহন ও সেতু মন্ত্রণালয়/বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/মহাপরিচালক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/সিটি কর্পোরেশন

			নির্বিঘ্ন পরিবহন নিশ্চিত করতে হবে। গবাদিপশুর কৃত্রিমসংকট সৃষ্টির অপতৎপরতা রোধ করতে হবে। ৫। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে Lumpy Skin Disease এ আক্রান্ত গরুসহগরুসহ অন্যান্য রোগাক্রান্ত গবাদিপশু চলাচল বন্ধে স্থান নির্বাচনপূর্বক প্রয়োজনীয় চেক পোস্ট স্থাপন করতে হবে।

৭।	ভেটেরিনারি মেডিকেল টিমের কার্যক্রমে মনিটরিং এবং যথাযথ প্রচারনার ব্যবস্থা।	কোরবানির পশুর হাটে ভেটেরিনারি মেডিকেল টিমের কার্যক্রম তদারকির জন্য অধিদপ্তরের অভিজ্ঞ সিনিয়র কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে মনিটরিং টিম গঠন করা যেতে পারে, মনিটরিং টিম সার্বক্ষনিক দায়িত্ব পালন করবে। মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত মনিটরিং টিম ঢাকা শহরে ভেটেরিনারি মেডিকেল টিমের কার্যক্রম তদারকি করবেন। সুস্থ্য পশু ক্রয়, নিরাপদ গো-মাংস উৎপাদন এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চামড়া ছাড়ানোসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রচার-প্রচারনার জন্য টিভি/মিডিয়াতে বিজ্ঞপ্তি, টিভি স্ক্রল, ভিডিও/ ডকুমেন্টারি প্রচারের/লিফলেট, পোষ্টার বিতরনের উদ্যোগ গ্রহন করা যেতে পারে। এছাড়াও সরকারী চ্যানেল গুলোর BTV ও BTV Worldএর পাশাপাশি বেসরকারী চ্যানেল গুলোতে বহুল প্রচারের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে এবং সকল প্রিন্ট মিডিয়াকেও প্রচারের জন্য অনুরোধ জানাতে হবে।	১। কোরবানির হাটে ভেটেরিনারি মেডিকেল টিমসহ অন্যান্য বিষয়ে সার্বিক কার্যক্রম মনিটর করার জন্য সিটি কর্পোরেশনের হাটের তালিকা অনুযায়ী মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিবদের নেতৃত্বে একাধিক টিম গঠন করতে হবে। ২। টিভি স্ক্রল, সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি প্রস্তুত করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিয়ে তথ্য দপ্তরের মাধ্যমে প্রচার নিশ্চিত করতে হবে। ৩। BTV ও BTV Worldএর পাশাপাশি সকল বেসরকারি টিভি চ্যানেলে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত সতর্কীকরণ বার্তা ও টিভি স্ক্রল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। প্রশাসন উইং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। ২।মহাপরিচালক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর। ৩। তথ্য মন্ত্রণালয়/জনসংযোগ কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৪। বিএলআরআই ৫। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

৮।	ভেটেরিনারি মেডিকেল টিম এবং মনিটরিং টিম এর সদস্যদের জন্য সম্মানী ভাতার ব্যবস্থা রাখা।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর জানান ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন গত বছরে কোরবানির হাটে ভেটেরিনারি টিমের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা/ ইন্টার্নশীপ ছাত্র এবং কর্মচারীদের সম্মানী ভাতা প্রদান করা হয়েছে। এ বছরও প্রণোদনা হিসাবে সম্মানী ভাতার সংস্থান রাখা প্রয়োজন। সিটি কর্পোরেশনের বাইরে দেশের অন্যান্য স্থানের ভেটেরিনারি টিমের সদস্যদের প্রণোদনার জন্য একইরকম সম্মানী ভাতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ বিষয়ের আলোচনা করে সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।	গত বছরের ন্যায় ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন কোরবানির হাটে ভেটেরিনারি মেডিকেল টিমের দায়িত্ব পালনকারীদের বরাদ্দ থাকা সাপেক্ষে সম্মানী প্রদান করা যায়। সিটি কর্পোরেশনের বাইরের দেশের অন্যান্য স্থানের ভেটেরিনারি টিমের সদস্যদের প্রণোদনার জন্য একইরকম সম্মানী ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।
৯।	ভেটেরিনারি মেডিকেল টিমের ক্যাম্প স্থাপন ও প্রয়োজনীয় লজিষ্টিক সাপোর্ট প্রদান।	সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার উদ্যোগে প্রতিটি হাটে নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ পূর্বক ভেটেরিনারি মেডিকেল টিমের ক্যাম্প স্থাপন করা, গবাদিপশুর প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য বাঁশের ট্রাভিস নির্মান করা, দায়িত্বপালনকালীন প্রয়োজনীয় লজিষ্টিক সাপোর্ট নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভেটেরিনারি মেডিকেল টিমের জন্য প্রয়োজনীয় লজিষ্টিক (এপ্রোন, মাস্ক, চেয়ার-টেবিল, বালতি, মগ ইত্যাদি) সরবরাহ করা যেতে পারে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এর সাথে সমন্বয় করে কোরবানির হাট বাজারে স্থাপিত ভেটেরিনারি ক্যাম্পের সেবা কর্মিদের জন্য এপ্রোন মাস্ক, চেয়ার-টেবিল, বালতি, মগ ইত্যাদি) সরবরাহ করা হবে। তাছাড়া নিরাপদ খাদ্য,মাংস সম্পর্কিত স্লোগান সম্বলিত টি-শার্ট, ক্যাপ, পোষ্টার, লিফলেট, ব্যানার, ফেষ্টুনসহ ভেটেরিনারি ক্যাম্প সু-সজ্জিত করণে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর। ২। ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন।

১০।	কোরবানির চামড়া সংরক্ষণ	১। যথাযথভাবে কোরবানির চামড়া সংরক্ষনের নিমিত্ত লবন ব্যবহারসহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রচার প্রচারনা অব্যাহত রাখার বিষয়ে আলোচনা হয়। ২। খামারি পর্যায়ে কাঁচা চামড়ার ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	১। কাঁচা চামড়া সংরক্ষণের জন্য লবন ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রচার প্রচারনা চালাতে হবে। ২। কাঁচা চামড়ার মূল্য নির্ধারণে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/বিএলআরআই
১১।	রেলপথ, সড়কপথ ও নৌপথে গবাদিপশু পরিবহন	১। দেশের যেসকল স্থানে চাহিদার অতিরিক্ত গবাদিপশু আছে সে সকল স্থান থেকে রেলপথ, সড়কপথ ও নৌপথে দেশের যে সকল স্থানে গবাদিপশুর চাহিদা রয়েছে সেখানে পরিবহনের ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ২। কোরবানির পশু রেলপথে পরিবহনের নিমিত্ত আগ্রহী খামারিদের তালিকা এবং গবাদিপশুর তথ্যাদি নির্ধারণ করে সিডিউল প্রস্তুতের বিষয়ে আলোচনা হয়। ৩। চাঁদাবাজি ও জাল টাকা প্রতিরোধ সংক্রান্ত আলোচনা হয়।	১। রেলওয়ে বিভাগ গবাদিপশু পরিবহনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ২। খামারিদের তালিকা প্রস্তুতকরণপূর্বক সিডিউল প্রস্তুত করতে হবে। ৩। পশুর নির্বিঘ্ন পরিবহণ নিশ্চিত করতে হবে। ৪। চাঁদাবাজি রোধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/ রেলপথ মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/জন নিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে/সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়/নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়/প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
১২।	অনলাইন প্ল্যাটফর্মে গবাদিপশু কেনা-বেচা	করোনা মহামারি জনিত পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং ঝুঁকি নিরসনে অন লাইনে গবাদিপশু কেনা-বেচা উৎসাহিতকরণের বিষয়ে আলোচনা হয়।	১। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (উত্তর ও দক্ষিণ), ডেইরী ফার্মারস এসোসিয়েশন এবং ই-ক্যাপ অনলাইনে গবাদিপশু বিক্রয়ের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদান করবে। ২। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর অন লাইনে গবাদি পশু বিক্রয়ের জন্য খামারীদের সংশ্লিষ্ট অন লাইন প্ল্যাটফর্ম এর সাথে সংযোগের সহযোগীতা প্রদান করবে।	১।ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (উত্তর ও দক্ষিণ) ২।মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ৩। বাংলাদেশ ডেইরি ফার্মারস এসোসিয়েশন

৩.০ সভাপতি আসন্ন পবিত্র ঈদুল আযহা, ২০২০ সুষ্ঠুভাবে উদযাপনে সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করে সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

শ. ম. রেজাউল করিম, এম পি
মাননীয় মন্ত্রী

স্মারক নম্বর:
৩৩.০০.০০০০.১১৮.২৯.০০১.১৩(অংশ-২).৪১৫

তারিখ: ২৭ আষাঢ় ১৪২৭
১১ জুলাই ২০২০

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
২) সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ
৩) সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
৪) সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
৫) সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
৬) সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
৭) সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৮) সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
৯) সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
১০) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তর, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
১১) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তর, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
১২) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
১৩) অতিরিক্ত সচিব, প্রাণিসম্পদ-২ অনুবিভাগ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
১৪) মহাপরিচালক (বিজিবি), বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ
১৫) মহাপরিচালক (রুটিন দায়িত্ব), মহাপরিচালক-এর দপ্তর, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর
১৬) যুগ্মপ্রধান, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
১৭) যুগ্মসচিব, প্রশাসন-২ অধিশাখা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
১৮) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
১৯) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে
২০) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ৩ নং সার্কিট হাউজ রোড, , ঢাকা।
২১) মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর [উক্ত জুম প্লাটফর্ম সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো]
২২) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
২৩)) উপপরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, , ঢাকা
২৪) পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), সম্প্রসারণ শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
২৫) পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), প্রশাসন শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
২৬) ডিন, ফ্যাকালটি অফ এ্যানিমেল সায়েন্স এন্ড ভেটেরিনারি মেডিসিন, শেরে বাংলা কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়, শেরেবাংলানগর, , ঢাকা।

২৭) কমিশনার, কাষ্টমসহাউজ., চট্টগ্রাম।
২৮) কমিশনার, কাষ্টমসহাউজ, , বেনাপোল।
২৯) মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)
৩০) সচিবের একান্ত সচিব , সচিবের দপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৩১) উপসচিব , প্রাণিসম্পদ-১ অধিশাখা , মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৩২) উপসচিব, প্রাণিসম্পদ-৪ অধিশাখা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৩৩) উপসচিব, প্রাণিসম্পদ-৩ অধিশাখা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৩৪) উপপরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর (সকল)
৩৫) সিনিয়র তথ্য অফিসার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,, ঢাকা।
৩৬) জি.এম. মিল্কভিটা লিঃ, ১৩৯-১৪০, তেজগাঁওইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া , , ঢাকা।
৩৭) সহকারী পরিচালক (খামার), খামার শাখা , প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৩৮) সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রশিক্ষণ শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৩৯) সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় (সভার কার্যবিবরণী এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েসাইটে প্রকাশ জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৪০) ৪০) সভাপতি/মহাসচিব, এ্যানিমেল হেলথ কোম্পানিজ এসোসিয়েশন বাংলাদেশ (আহকাব), কনকর্ড সেন্টার পয়েন্ট, ১৪/এ এবং ৩১/এ, তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।
৪১) জনাব মোঃ শাহ এমরান, মহাসচিব, বাংলাদেশ ডেইরী ফার্মাস এসোসিয়েশন, ৭ নং লোহার গেট, বেরীবাঁধ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
৪২) জনাব আব্দুল মতিন, পরিচালক, সজাগ, ধামরাই, ঢাকা ।
৪৩) মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ, শেরেবাংলানগর,আগারগাঁও,, ঢাকা।
৪৪) মহাব্যবস্থাপক, ব্র্যাক, ৭৫, মহাখালী,, ঢাকা।
৪৫) জনাব মোঃ লিয়াকত আলী, নির্বাহী পরিচালক, দেশীমিট, উত্তরা, ঢাকা ...
৪৬) জনাব এ.এফ.এমআসীফ, সিইও, বেঙ্গল মিট, ঈশ্বরদী, পাবনা।

ড.অমিতাভ চক্রবর্ত্তী
উপসচিব